ইসলামের গুরুজনদের সাথে সাক্ষাত করা

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) বিশ্বাসীদের ভালবাসেন এবং তিনি চান যেন উনার মু'মিন বান্দারাও একে অপরকে ভালবাসে। কিভাবে আমরা ভালোবাসব? সম্মান দেখানোর মাধ্যমে, ভালো মানুষদের সন্ধান করার মাধ্যমে এবং উনাদের সাথে সাক্ষাত করার মাধ্যমে। ধন্যবাদ আল্লাহ্‌কে, শেইখ মাওলানা (কাঃসিঃ) যাদের ভালোবাসতেন উনাদেরকে ভালবাসা একটি সুন্দর ব্যাপার। তাই আমাদের উচিত তাদেরকে ভালবাসা যাদেরকে উনি ভালোবাসতেন, এবং উনাদের পথ অনুসরণ করা। এটি ভালো আচরণ এবং ব্যবহার।

আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে যখন শেইখ মাওলানা (কাঃসিঃ) জীবিত ছিলেন তখন তিনি আমাদের বলেছেন, "হাযরাত মাহমুদ এফেন্দীর সাথে সাক্ষাত করবে"। আমরা গতকাল উনার সাথে সাক্ষাত করেছি শুকরিয়া আল্লাহ্‌কে। সেই পবিত্র ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সর্বক্ষণ সংযোগে আছেন। আল্লাহ্ উনার স্তর উঁচু করুন এবং উনাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন ইনশাআল্লাহ। এরকম ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন আছে। তিনি প্রচুর খিদমাত করেছেন। তিনি হাজার হাজার মানুষের হিদায়াতের কারণ হয়েছেন।

আমরা আরও কয়েকটি জায়গায় গিয়েছি। উনারা শেইখ মাওলানার পুরনো বন্ধু, পুরনো দোস্ত। উনারা একটুও বদলায়নি। পৃথিবী বদলেছে কিন্তু এই মানুষেরা ৪০-৫০ বছর আগে যেমন ছিলেন সেরকমভাবেই না বদলিয়ে এগিয়ে চলছেন মাশাআল্লাহ। যাই কিছু হোক না কেন এবং যতকিছুই বদলাক না কেন, উনার সত্য পথে অবিচল থাকা এবং না বদলানো আমাদের জন্য একটি খুব ভালো উদাহরণ।

আমরা মেহমেত শাওকাত এইগি এফেন্দীর সাথে সাক্ষাত করেছি। তিনি শেইখ মাওলানার (কাঃসিঃ) খুবই পুরনো একজন বন্ধু। প্রায় ৫০ বছর যাবত, একদম শুরু থেকে তিনি শেইখ মাওলানার একজন বন্ধু ছিলেন। তিনি এখনও উনার সম্মান দেখিয়ে যান একইভাবে। উনার জ্ঞান থেকে আমাদের উপকার নেয়া উচিত, কিন্তু লোকেরা এমন ব্যক্তিত্বের সাথে বেশি একমত হতে চায় না। কেন? কারণ উনারা সত্য বলেন এবং এমন পথ দেখান যা নাফসের পছন্দ হয় না। অতএব, লোকেরা আপত্তি করতে শুরু করে দেয় উনারা মুখ খোলার আগেই।

এরকম ব্যক্তিগণের কাছে সঞ্চিত আছে বহু বছরের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত আলো। সবারই এই আলো থাকে না। ভালো আদাব হচ্ছে শুনে এবং পরামর্শ করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া, তা

তোমার পছন্দ হোক বা না হোক। মূহুর্তেই আপত্তি করা হচ্ছে শয়তানের কাজ। শয়তান মূহুর্তের মধ্যেই আল্লাহ্‌র আদেশে আপত্তি করেছিল।

অতএব, শয়তানের মত হয়ো না! এসব ব্যক্তিবর্গের জ্ঞানের থেকে উপকার নেয়া নিশ্চিত কর। হতে পারে যে তা তোমার নাফসের ভালো লাগবে না, কিন্তু নাফসকে ভাঙ্গো এবং অপেক্ষা কর। ভাবো, "এর পিছনে কি প্রজ্ঞা আছে?" যে লোক উপকার চায় না সে উপকার খুঁজে পাবে না। পাথরের মাঝে হীরা থাকে যা শুধুমাত্র তুমি পাবে যদি তা খোঁজো। কিন্তু তুমি যদি তা ত্যাগ কর এই ভেবে যে এগুলো সবই পাথর, তাতে তোমারই ক্ষতি হবে এবং তুমি উপকার থেকে বঞ্চিত হবে।

আল্লাহ্‌ এসকল মূল্যবান মানুষদের দীর্ঘজীবন দান করুন ইনশাআল্লাহ এবং উনাদের খিদমাত যেন চলতে থাকে ইসলামের জন্য। শয়তান এখনকার সময়ে বহু লোককে পথ থেকে সরিয়ে নেয়। এরকম উত্তম মানুষ এখন খুব কমই বাকী আছে। আল্লাহ্‌ উনার দীর্ঘ জীবন দান করুন যেন উনারা উপকারী মানুষদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করতে পারেন। ঠিক যেন খারাপ মানুষের পরিমাণ অনেক, ভালো মানুষও যেন অনেক হয়। ভালো মানুষেরা যেন খারাপদের উপরে জয়ী হয় ইনশাআল্লাহ।

এটা আমাদের দু'আ। এটি শেষ সময়। এখন ধর্মহীনতা বেশি। যত বেশিই তুমি চেষ্টা করনা কেন, শয়তানের সাহায্যকারীরাই বেশি। আল্লাহ্‌ যেন আমাদের তাদের থেকে নিরাপদ রাখেন। তাদের খারাপ যেন তাদের উপরেই পতিত হয়। আর এসব ভালো মানুষদের যেন আল্লাহ্‌ দীর্ঘ জীবন দান করেন ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিন আল্লাহ্‌ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৪ নভেম্বার ২০১৬/২৪ সাফার ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।